·विश्व भारती·
शान्ति निकेतन

PH.D

SYNOPSIS

" CLASSICAL DANCE PRACTICES AND OUTREACH IN TRIPURA FROM 20th CENTURY TO EARLY 21ST CENTURY. "

"ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসার (বিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল)।"

By

RATNADEEP ROY

VB-0083 of 2019-2020

STUDENT ID- 04464861902

SANGIT BHAVANA

DEPARTMENT- RABINDRA SANGIT, DANCE DRAMA

VISVA-BHARATI

Hemanta K 16/9/2020

PROF. Y. HEMANTA KUMAR
SUPERVISOR
SANGIT BHAVANA

Supervisor
Prof.-Yaikhom Hemanta Kumar
Dept. of Rabindra Sangit, Dance & Drama
Sangit Bhavan, Visva-Bharati, Santiniketan

M. Roy 16/09/22

PRINCIPAL
SANGIT BHAVANA

अध्यक्ष
संगीत-भवन, विश्वभारती
Principal
Sangit-Bhavana, V.B.

M. Roy 16/09/22

H.O.D
SANGIT BHAVANA

विभागाध्यक्ष / Head
रवीन्द्र संगीत, नृत्य एवं नाटक वि...
D...tt. of Rabindra Sangit, Dance &...
संगीत भवन, विश्वभारती, शान्तिनि...
S...it-Bhavana, Visva-Bharati, San...

ত্রিপুরায়

শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসার

(বিংশ শতাব্দি থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল)

Classical Dance Practices and Outreach in Tripura from 20th Century to Early 21st Century

A

Research Proposal

For

VBRET-2019 (Ph.D.)

Dept. of R.S.D.D., Sangit Bhavana, Visva-Vharati, Santiniketan

BY

RATNADEEP ROY

REGISTRATION NO: VBU 03578248614

COURSE NAME: **Ph.D.**

SUBJECT NAME: **Ph.D. – Manipuri Dance**

প্রস্তাবনা

ঘটনার পারম্পর্যে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে আমার গবেষণা করার একটি সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি গবেষণার একটি বিষয়বস্তু স্থির করেছি৷ তার শিরোনাম "ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসার- বিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল" দেবো বলে এখনো পর্যন্ত স্থির করেছি৷ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিবৃত করতে গিয়ে গবেষণা প্রকরণ ও পদ্ধতিতে উল্লেখিত পরিভাষার মাধ্যমে পুস্তিকা আকারে সচিত্র ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি৷ এই প্রস্তাব পত্রে সন্নিবেশিত চিত্রসমূহের মাধ্যমে উল্লিখিত গবেষণা কার্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগের বিষয়টি অবগত করার চেষ্টা করেছি৷ গবেষণাপত্রে যেই সমস্ত চিত্র এবং তথ্যাদি পরিবেশন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়, তা এই প্রস্তাব পত্রে বর্তমানে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়৷ আমি এই প্রস্তাব পত্রে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু বিভিন্ন পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং ওই পরিভাষা সম্পর্কে আমার ধারণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি৷

উপস্থিতকৃত গবেষণা প্রস্তাবপত্রটি বিশেষজ্ঞ মন্ডলীর দ্বারা পাঠপূর্বক প্রকল্পটির উপযুক্ততা নিরূপিত হলে আমি চিরবাধিত থাকবো।

বিষয়সূচী (Content)

01.	ভূমিকা	**(Introduction)**	**04**
02.	সমস্যার বিবরণ	**(Statement of Problem)**	**06**
03.	সাহিত্য পুনরীক্ষণ	**(Literature Review)**	**07**
04.	গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব	**(Objectives & Importance of Study)**	**08**
05.	গবেষণার ক্ষেত্র	**(Area of Research)**	**09**
06.	মুখ্য প্রশ্ন সমূহ	**(Major Research Questions)**	**10**
07.	গবেষণার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা	**(Scope & Limitations of Study)**	**12**
08.	তথ্য সংগ্রহের উৎস ও প্রণালী	**(Methods & Sources of data collection)**	**14**
09.	প্রকল্পনা	**(Hypothesis)**	**15**
10.	পরীক্ষামূলক অধ্যায় বিভাজন	**(Tentative Chapter Division)**	**17**
11.	গ্রন্থপঞ্জি	**(Bibliography)**	

01.
ভূমিকা
(Introduction)

উত্তরপূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী পাহাড়ে ঘেরা সবুজ ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। তিন দিকে বাংলাদেশ আর রাজ্যের উত্তর প্রান্ত দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এর যোগাযোগ। এর সীমান্তবর্তী

ভারতীয় রাজ্য আসাম এবং মিজোরাম। একসময় যোগাযোগের দিক থেকে অনেকটাই দুর্গম এবং প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকা এই রাজ্য বর্তমানে জলপথ ছাড়া সর্বতোভাবে দেশের ও দেশের বাইরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে ত্রিপুরা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই থেকে রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলা। এক সময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল বর্তমানে গোমতী জেলাস্থিত অধুনা উদয়পুরে। এই উদয়পুর কে রাঙ্গামাটি এবং রাধা কিশোরপুর নামেও জানা যায়। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবং শহরে উল্লেখযোগ্যভাবে জনবসতি রয়েছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতির অল্প বিস্তর চর্চা রয়েছে। এই রাজ্যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মূল বিকাশ শহরকেন্দ্রিক নয়। তবুও কিছু শিল্প এবং সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণবশতই সমাজের ধনী সম্প্রদায় কিংবা রাজা জমিদারেরা অগ্রণী ভূমিকা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্য রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় চলে এসেছে ধ্রুপদী সংস্কৃতির চর্চা। শাস্ত্রীয় নৃত্য- গীত, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, আলোকচিত্রণ, নাট্য শিল্প প্রভৃতির চর্চা হয়েছে ত্রিপুরার রাজ বাড়িতে। অতিথিবৎসল এবং গুনগ্রাহী ত্রিপুরার জনসাধারণ এবং রাজার আতিথিয়তায় রাজ্যে বারবার এসে গেছেন বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী স্রষ্টা এবং শিল্পীরা। অলংকৃত ও করে গেছেন ত্রিপুরাকে। রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে রাজ্যান্তর হয়ে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করেছে ত্রিপুরার যোগাসূত্র। এই পর্বত দুইটা ক্ষুদ্র ত্রিপুরাতেও বহু জানা তথ্য মধ্যে বহু সংগ্রহের মধ্যেও অজানা অনেক তথ্য আত্মগোপন করে আছে। সেইসব সত্য, ইতিহাস এবং সময়ের কুঞ্ঝটিকা অতিক্রম করে সময়ে সময়ে নিজেকে উন্মোচিত করে চলেছে; এবং এই উন্মোচন পর্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিনিয়ত চলতেই থাকবে।

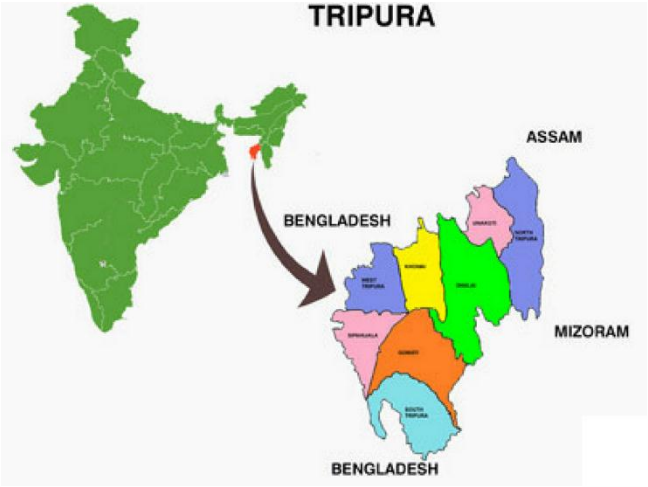

ত্রিপুরার রাজ পরিবারে নিয়মিতভাবে সংগীত বাদ্য নিত্য প্রভৃতির চর্চা হতো। ভারতবর্ষে সুলতানি যুগের সূচনা পর কথক নিত্য একসময় তার চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে মুঘল আমলে। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে এই নিত্তের বিশেষ প্রসার সাধিত হয়েছিল। সংস্কৃতির শহর কলকাতাতেও সেইসব শিল্পের ছোঁয়া লেগে এসেছে কালে কালে। রাজশাসন থাকার ফলে ত্রিপুরাতেও শাস্ত্রীয় নৃত্য এক বিশেষ সমাদর পায়। রাজ আগ্রহে রাজবাড়ীতে বিস্তার লাভ করে শুধু লখনৌ কিংবা বেনারসের নৃত্য। এক সময় রাজবাড়ী থেকে এই নৃত্য বেরিয়ে আসে জনসাধারণের মধ্যে। সহজাত প্রকাশের তাড়নায় এই 'শিল্প' প্রসার লাভ করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। শিল্পানুরাগে প্লাবিত হয়ে মানুষ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় তার বিচরণ শুরু করে। শুরু হয় এক অন্য খোঁজ। ত্রিপুরার জনজীবনে নৃত্য-গীত একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বর্তমানে সংস্কৃতি ত্রিপুরার অনেক মানুষের জীবন-জীবিকার একটি উপায় বা পথ।

02.
সমস্যার বিবরণ
(Statement of Problem)

সমস্যা হলো একটি প্রবৃত্তি, আর সমাধানে বা উত্তরে তার নিবৃত্তি। ঠিক যেমন পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত; সমস্যা-গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। Problem-Research-Thesis; Question-Exercise-Answer. Examination-Observation-Decision; এই ধরনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে গবেষণার অবস্থান এবং ভূমিকা বোঝাতে।

রাজন্য আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর পার করে আজকের দিন পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরায় যে সঙ্গীতচর্চা চলেছে সেখানে শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসারের ইতিহাস বা বিবরণ মূলক কোনো প্রামাণ্য পুস্তক কিংবা তথ্যপঞ্জি পাওয়া যায় না। এর ফলে ত্রিপুরার নৃত্য শিক্ষার্থী তথা সাধারণ জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে এই রাজ্যের শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চার ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত তথা নৃত্যগীতের প্রচারক প্রশাসকদের ভূমিকা প্রায় অজ্ঞাতই থেকে যায়। ত্রিপুরার আটটি জেলার বিভিন্ন শহরে, গ্রামে বা পাহাড়ে কোথায় ঘুঙুরের শব্দ ঝংকৃত হয় বা হয়ে চলেছে তার খবর বিশেষ একটা পাওয়া যায়না। খন্ড খন্ড বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে এইসব ইতিহাসের প্রমাণ থেকে যাচ্ছে আমাদের জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে। সেগুলো দুই মলাটের ভিতর থাকছে না, বা আসছে না। কেউ দায়িত্ব নিয়ে উল্লিখিত বিষয়টিকে কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জি রূপে সংরক্ষণ করার কোন কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করার কথা এখনো পর্যন্ত শোনা যায়নি। তাই এই অভাব দূরীভূত করার লক্ষ্যেই আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার অভিপ্রায় হয়েছে।

বস্তুত: যে কাজটি করতে মন প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মনে যখন কোন প্রশ্ন তৈরি হয়, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনেক বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করেও অনুসন্ধানকে সু সন্ধান রূপে পরিচালিত করে একটি সক্রিয় কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক উত্তরের দিকে অর্থাৎ সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাই গবেষণার ক্ষেত্রে 'মুখ্য সমস্যা' বা 'সমস্যা' নামে সূচিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত উল্লেখ থেকে বা শব্দগুচ্ছ থেকে উপলব্ধ হয় যে, এই গবেষণায় সমস্যা হল- ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ও প্রসার সম্বন্ধীয় কোন প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জি বা ইতিহাস না থাকা।

ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের একটি বিষয়কে বা প্রশ্নকে আর সমস্যা রূপে চিহ্নিত করতে না হয়; সেই জন্যই এই গবেষণার প্রবৃত্তি।

03.
সাহিত্য পুনরীক্ষণ
(Literature Review)

বিংশ শতাব্দি থেকে অদ্যাবধি সময় পর্যন্ত ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসার বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি, লোকনৃত্য সম্পর্কে কিছু বইপত্র পাওয়া গেলেও, ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় নৃত্য কিংবা কথক নৃত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন বই পাওয়া যায় না৷ এমন কোন পুস্তক নেই যা থেকে ত্রিপুরার শিল্পীদের কথক নৃত্য এবং তার চর্চা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে৷ ত্রিপুরার কিছু নৃত্যশিল্পী এবং নৃত্যপ্রেমিরা কখনো কখনো কোন পত্রিকায় এক-দুখানি লেখা প্রকাশ করেছেন৷ এই স্বল্প তথ্য ভান্ডার উল্লেখিত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান দিতে প্রায় অক্ষম৷

উল্লিখিত সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে আমি যে সমস্ত বইপত্র বা তথ্যপঞ্জির সান্নিধ্যে এখনো পর্যন্ত আসতে পেরেছি সেগুলোর তথ্যসূত্র প্রস্তাবপত্রের অন্তিমপ্রাণে সন্নিবেষ্টিত গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে এবং কিছুকিছু এই প্রস্তাবপত্রেই মাঝেমাঝে আলোকচিত্রের মদ্ধ দিয়ে উল্লেখ করলাম৷

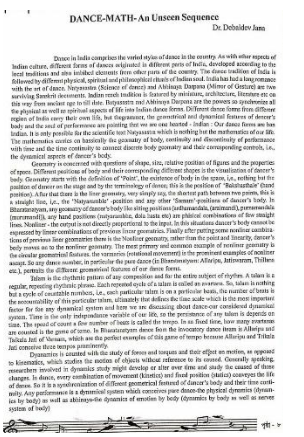
DANCE-MATH- An Unseen Sequence
Dr. Debaldev Jana

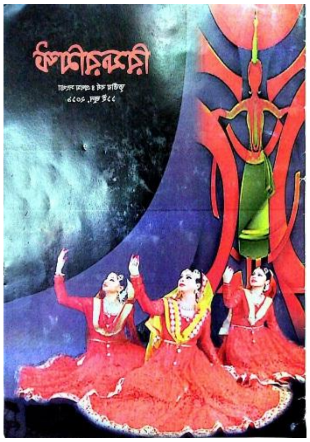

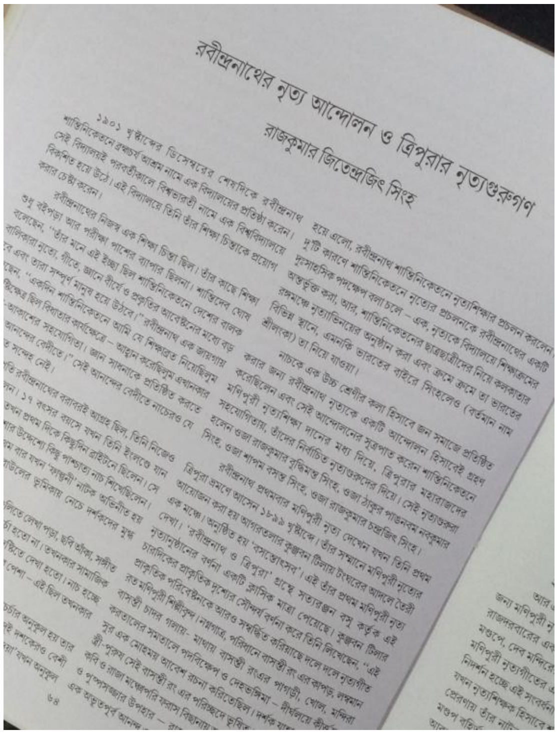
রবীন্দ্রনাথের নৃত্য আন্দোলন ও ত্রিপুরার নৃত্যগুরুগণ
রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ

এক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত সকল আলোকচিত্রই ত্রিপুরায় সংস্কৃতি ও শিল্পের 'চর্চা ও প্রসার'কে উপস্থাপন করে; তাই সেগুলো এখানে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য রূপে কার্যশীল থাকবে।

04.
গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব
(Objectives & Importance of Study)

ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও এর চর্চা ও প্রসার কার্যে যেসকল ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার অবদান রয়েছে তার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিজে জ্ঞান লাভ করা এবং আজকের নৃত্য শিক্ষার্থী তথা জিজ্ঞাসু জনসাধারণকে অবগত করানোই এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই গবেষণার ফলে ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসারের রূপরেখা, পরিকাঠামো, সেই কাল ও এই কালের অবস্থা-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা প্রসার ও প্রচারে রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরের বহু গুণী সংগীতশিল্পী ও স্রষ্টাদের অবদানের বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে আসবে; ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকারা ত্রিপুরার নৃত্যসাধনা ও নৃত্যসাধক অর্থাৎ ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চার ধারক ও বাহক বিষয়ে অবগত হবেন।

কিভাবে রাজ্যের রাজার শিল্পানুরাগ, সংগীত ও নৃত্যগুণীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ ত্রিপুরার ঘরে ঘরে নৃত্যগীত ও তার চিরন্তন শান্তি বার্তাবাহী সুর প্রবেশ করেছে, এই গবেষণার ফলে, সেই সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

এই সকল পুরানো জানা-অজানা তথ্য থেকে রাজ্যের নৃত্যশিক্ষার্থী, শিল্পী ও শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমীরা অনেকটা উৎসাহ পাবেন; এবং এই গবেষণা ত্রিপুরার তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

05.

গবেষণার ক্ষেত্র

(Area of Research)

এই অধ্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ত্রিপুরার নৃত্য চর্চার বিষয়টিকে ধরা হয়েছে। যেখানে রাজা রাধা কিশোর মানিক্য এর সময়কাল থেকে রাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ক্রিয়েট বিক্রম কিশোর মানিকের রাজত্বকাল হয়ে স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হওয়ার সময় পার করে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পর আজকের দিনে এসে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

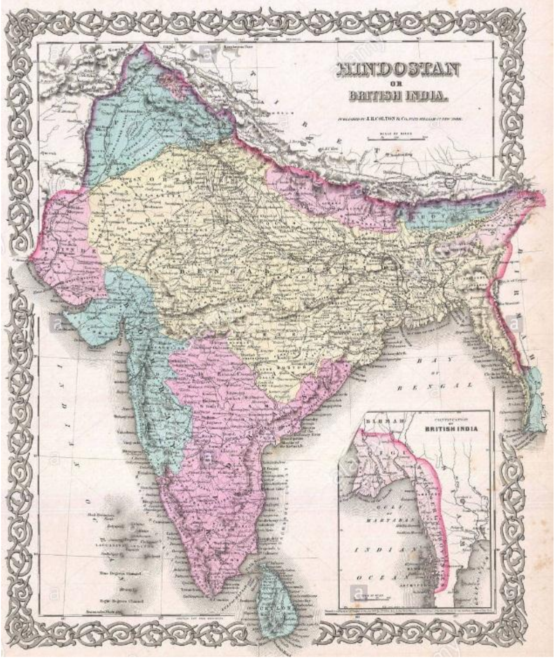

ভৌগোলিক ক্ষেত্র হিসেবে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার বিভিন্ন শহর এবং গ্রাম। আসাম (প্রধানত শিলচর এবং গৌহাটি), পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা), উত্তর প্রদেশ (লখনৌ বেনারস এবং দিল্লি), রাজস্থান (প্রধানত জয়পুর) এবং বাংলাদেশ এই গবেষণার ভৌগোলিক ক্ষেত্র।

আর সময় হিসেবে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বর্তমান সময়। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটেছিল এবং ত্রিপুরা সাংস্কৃতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

06.
মুখ্য প্রশ্ন সমূহ
(Major Research Questions)

১. বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা কেমন ছিল এবং এখন কেমন।

২. কারা শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা করেন ও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন কারা।

৩. শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসারে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান বা সমারোহের ভূমিকা কি।

৪. ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রসারে দূরদর্শন ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ভূমিকা কেমন।

৫. ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসারে কোন কোন ব্যক্তিবর্গের অবদান রয়েছে।

৬. ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চা ও প্রসারের ক্রমপরিবর্তনের রূপরেখা কেমন।

৭. ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভবিষ্যত কি/ কেমন?

07.
গবেষণার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা
(Scope & Limitations of Study)

গবেষণা করার ক্ষেত্রে সদ্য উল্লিখিত বিষয়টির সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা দুইটি দিকই রয়েছে। আমি নিজে একজন নৃত্যশিল্পী হওয়ার কারণে এবং একটি সমাজসেবী সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মী হওয়ার সুবাদে অনেক জ্ঞানী গুণী ও কর্মী মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে; তাদের মধ্যে যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন, তারা কেউ লোকনৃত্যের কোন একটি বিষয় নিয়ে অথবা অন্য কোন নৃত্যের সাজসজ্জা, বোলবাণী, ঘরানা, প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পীদের জীবনী বা নৃত্যের ব্যাকরণগত দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ নিজের রাজ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা, প্রচার এবং প্রসার সম্পর্কে গবেষণা করেন নি। বাস্তব জীবনে তারা যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে নৃত্য শিল্পের চর্চা ও প্রসার চালিয়ে গেছেন বা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের কাছ থেকে সরাসরিই পাওয়া যাবে।

তাদের লিখিত তথ্যাবলী তাদের ভাষায় লিখিত থাকতো, সেটিতে তাদের ভাবের প্রকাশ হত, তাদের দর্শন প্রকাশ পেত, তারা বিষয়টিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন সে দিক থেকেই কেবলমাত্র বিষয়টি আলোকপাতিত হত। আমার দ্বারা সংগৃহীত সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কে আমি আমার অনুভূতি রূপে এবং আমার দর্শনের ভাবলিপি রূপে প্রকাশ করতে পারবো। এই গবেষণার ক্ষেত্রে এটাও একটি সুবিধা।

সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, তারা আমার বিষয়ের পাশাপাশি বিষয়ে গবেষণা না করায় আমার প্রস্তাবিত গবেষণাটি করতে গিয়ে তাদের গবেষণা পত্র থেকে তেমন কোনো সহায়তা পাওয়া যাবে না; কিন্তু যেহেতু তারা এই শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য চর্চা ও প্রচারের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত, তাই তারা উল্লেখিত গবেষণাকে অগ্রগামী করে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ত্রিপুরার প্রাচীন নথি ও পুস্তক এ রাজ্যের নিত্য কিংবা নৃত্য শিল্পীদের চর্চার ব্যাপারে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না; পুঁথিগত শিক্ষায় সেসময় অনেকটা পিছিয়ে থাকার ফলে তাদের সঙ্গীতচর্চা ও শিল্পীদের বিষয়ে প্রায় কোনো তথ্য বা তালিকা নেই বললেই চলে। এইগুলোই এই গবেষণা বা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। শিল্পীরা তাদের নৃত্য চর্চাকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন, সেই নৃত্য চর্চার ইতিহাস সংরক্ষণের বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেননি বলে আজকে এই অভাবের সূত্রপাত। এছাড়া এই অধ্যায়নের বিষয়ে যে সমস্ত মানুষের কাছে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতো, সেই সব মানুষদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে পরলোকগত হয়েছেন তাদের বক্তব্যটি এখন অধরাই থেকে যাবে।

আমি ত্রিপুরা রাজ্যের আভিজাত্য ও সংস্কৃতির শহর, ৫১ শক্তি পিঠ এর অন্যতম 'ত্রিপুরা সুন্দরী'র পুজনভূমি উদয়পুরের বাসিন্দা। আয়তনের বিপুলতা না থাকার কারণে এবং ঘটনাচক্রে আমি নৃত্য চর্চার মাধ্যমে শিল্প চর্চায় যুক্ত থাকার কারণে বহু শিল্পকর্মীর ও শিল্পকর্মের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এবং

ভবিষ্যতেও গবেষণার স্বার্থে ও সত্য আহরণের তাগিদে তাদের সহায়তা পাবার আশা রাখছি। সরকার পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে আমার শিক্ষা অনেকাংশে সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নৃত্য ও সংগীত জগতের প্রত্যক্ষে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এবং তথ্যপঞ্জি সংকলন করা কোনভাবেই অসম্ভব বা দুরূহ হবে না।

08.
তথ্য সংগ্রহের উৎস ও প্রণালী
(Methods & Sources of data collection)

প্রথমত: ত্রিপুরার রাজ পরিবারের তথ্যপঞ্জি, রাজ্য-গ্রন্থাগার ও রাজ্যের সরকারি সংগ্রহশালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

দ্বিতীয়ত: রাজ্যের সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশকিছু তথ্য পাওয়া যাবে; এছাড়া আরও তথ্য পাওয়া যাবে রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর, নেহেরু যুব কেন্দ্র, (আকাশবাণী ও দূরদর্শন) প্রসার ভারতী প্রভৃতি দপ্তর থেকে; আর নৃত্যের শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিষয়ক তথ্য ও তালিকা সংগ্রহের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন নিত্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তথ্য সংগ্রাহক মানুষের সাহায্য নিতে হবে।

আরও তথ্য পেতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করবে রাজ্যের নতুন ও পুরানো সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা, বিভিন্ন স্মারক গ্রন্থ ও অতি অবশ্যই ইন্টারনেট তথা বিভিন্ন চিঠিপত্র, দিনলিপি, চিত্রশিল্প, আলোকচিত্র, অডিও/ভিডিও, ক্যাসেট/সিডি ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ হবে বই, পত্র-পত্রিকা, আলোকচিত্র, সাক্ষাৎকারমূলক অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং থেকে। তথ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে ম্যানুয়াল এবং ডিজিটাল উভয় মাধ্যমেই।

09.
প্রকল্পনা
(Hypothesis)

প্রস্তাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পনা উল্লেখের পূর্বে 'প্রকল্পনা' সম্পর্কে আমার বোধ কী সেটি প্রকাশ করতে চাই- *কোন আইডিয়া (ধারণা বা বীজ) থিউরি বা তত্ত্ব রূপে প্রকাশ হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থাটি হলো হাইপোথিসিস বা প্রকল্পনা অনুমান।*

ধরা যাক, একটি অট্টালিকা তৈরি করার প্রয়োজন পড়লো, এটি হচ্ছে *সমস্যা বা মুখ্য প্রশ্ন* এটি তৈরি করার জন্য একটি ইচ্ছা এবং তার জন্য একটি আইডিয়া মাথায় এলো। বাড়িটি কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হবে সেই অনুসারেই বুঝে নিতে হবে যে, ওই অট্টালিকায় কি কি চাই; এটি হচ্ছে *মেজর রিচার্জ কোশ্চেন* গবেষণার মুখ্য প্রশ্ন সমূহ। বাড়িটি তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগবে তার একটি খসড়া তৈরি করা হলো এবং উপকরণ গুলি কি কিভাবে, কোথা থেকে জোগাড় করা হবে তারও একটি বাস্তবভিত্তিক অনুমান করা হলো; কিভাবে সেই উপকরণ গুলো সংরক্ষন করা হবে বা স্টোর করা হবে সেটিও ভালো হলো। গবেষণার পরিভাষায়: *তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস* সমস্ত বিষয় যদি ইতিবাচকভাবে অট্টালিকা নির্মাণের পক্ষে থাকে তখন অট্টালিকার একটি **প্রতিকৃতি** বা **মডেল** তৈরি করা হয়। এই মডেলকেই বলা যেতে পারে ***'হাইপোথিসিস'*** (প্রকল্পনা); এই বিষয়টিকে আবার **অনুমান** বলেও অভিহিত করা হয়। এই হাইপোথিসিসকে অনুসরণ করেই গবেষণা এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটি গবেষণাপত্রের তত্ত্বরূপে সত্য চর্চার সামগ্রী হয়ে ওঠে। বাস্তবে যখন অট্টালিকাটি পৃথিবীর উপর মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন প্রথমে বানানো মডেল থেকে অল্প বিস্তর ভিন্ন হতে পারে। কোন গবেষণা বা প্রকল্পে হাইপোথিসিস এর ভূমিকাটি অনেকটা হিন্দু ধর্মের মুর্তি/ছবির মতই। বাস্তবে এখনো যার অস্তিত্ব নেই, অথচ ভবিষ্যতে তেমোনি একটা কিছু তৈরি করতে চলেছি; এমন জিনিস এর **একটি কল্পিত ও কাঙ্খিত রূপ হচ্ছে হাইপোথিসিস।** স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন *'আমরা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হই'।* এই হাইপোথিসিস হচ্ছে *নিম্নতর সত্য,* গবেষণা হচ্ছে *বাস্তব,* থিওরি হচ্ছে সত্য বা সত্য সমর্থিত কোন অনুসিদ্ধান্ত। নিম্নতর সত্য না থাকলে উচ্চতর সত্যের কোনো ধারণা পাওয়া কষ্টের। হাইপোথিসিস হচ্ছে **নির্গুণ-সাকার;** Idea (প্রবলেম কিংবা মেজর রিসার্চ কোয়েশ্চেন) হল নির্গুণ ও নিরাকার। আর থিসিস হচ্ছে *সগুন-সাকার।*

বিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা ও প্রসার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা লব্ধ ফল ত্রিপুরার তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ অতিক্রম করতে হবে সেইসব ধাপ অতিক্রম করতে গিয়ে গবেষক আরো অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন এতে তথ্যভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে। ভবিষ্যতের কোনো গবেষক এই তথ্য ভান্ডার থেকে তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ার

একটি সুযোগ থাকবে। এই কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যদি ভবিষ্যতের কোনো শিল্পী তথা গবেষক পরবর্তী যুগের কোন সংগ্রহ মূলক গবেষণাধর্মী কাজ করেন তাহলেও এই গবেষণার সার্থকতা।

এখানে সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমেও একটি হাইপোথিসিস প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়াও আমার মনে হয় এই প্রকল্প টি সার্থক হলে ত্রিপুরার আপামর শিল্পীমহল যথেষ্ট উৎসাহিত এবং সমৃদ্ধ হবেন। অন্যের মুখে নিজের নাম শুনতে চাওয়া মানুষের একটি সহজাত আশা। উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করা যাবে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে কর্মযজ্ঞের মধ্যে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল ধরনের কর্মী এবং শ্রমিকের নিরপেক্ষ স্থান রয়েছে এবং সেই ইতিহাস সযতনে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হতে পারে। এই ইতিহাস সংরক্ষণ আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। কাল ক্রমে সকল প্রদেশ কিংবা দেশে এই ইতিহাস সংরক্ষণ করে যাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। বর্তমানের উন্নত প্রযুক্তিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে সেগুলো সংরক্ষণ করা খুব একটা সমস্যাজনক কাজ হবে বলে মনে হয় না।

10. পরীক্ষামূলক অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapter Division)

প্রথম অধ্যায়	*নৃত্যের বশে সুন্দর হলো বিদ্রোহী পরমাণু*
জগৎ ও নৃত্য	
	সত্যম শিবম সুন্দরম এবং নৃত্য
	আনন্দের প্রকাশ : নৃত্য
	শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে নৃত্যের অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়	*আমরা নৃত্য করি সঙ্গে*
নৃত্যক্ষেত্র ত্রিপুরা	
	ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের সূচনা: রাজন্য আমল
	মণিপুরী নৃত্য ও ত্রিপুরার রাজপরিবার
	ত্রিপুরায় নৃত্যচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় অধ্যায়	*নৃত্যের তালেতালে*
ত্রিপুরায় চর্চিত শাস্ত্রীয় নৃত্য সমূহ	
	মণিপুরী নৃত্য
	কত্থক নৃত্য
	ভরতনাট্যম
	কুচিপুড়ি নৃত্য
	ওড়িশি নৃত্য

চতুর্থ অধ্যায়	*মুক্ত সুরের ছন্দ*
শাস্ত্রীয় নৃত্যের আনুষাঙ্গিক বিষয়	
	যন্ত্রানুষঙ্গ
	কন্ঠানুসঙ্গ
	পোশাক পরিচ্ছদ
	অলংকারাদি

পঞ্চম অধ্যায়	*নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু*
শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রসার	
	শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চা শিক্ষা এবং প্রসার : একটি আয়যোগ্য প্রকল্প
	শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: সরকারি এবং বেসরকারি
	শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সমারোহ, উৎসব

ষষ্ঠ অধ্যায়	*জাগ্রত যে ভালো*
শাস্ত্রীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা	
	সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
	প্রসার ভারতী : দূরদর্শন এবং আকাশবাণী
	সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ
	নৃত্যের চর্চা ও প্রসারে ব্যক্তি অবদান

সপ্তম অধ্যায়	*ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে*
নৃত্য ভাবনা	
	নৃত্যের চর্চা , শিক্ষা ও প্রসারের অন্তরায়সমূহ
	সৃজনশীল নৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যবহার
	শাস্ত্রীয়নৃত্যে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ
	নৃত্যের মুক্তি

11. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

1. Chaudhuri, Saroj. Chaudhuri, Bikach., *Glimpses of Tripura – 1*, Tripura Darpan Prakashani, ১৯৮৩ পৃষ্ঠা 5, ASIN B0000CQFES। সংগ্রহের তারিখ ৯ জুলাই ২০১২।
2. *"The folk dance and music of Tripura"* (PDF), Tripura Tribal Areas Autonomous District Council। ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মূল pdf থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ: ২ জুলাই ২০১৯।
3. Sharma, A.P. *"Tripura festival"*, Famous festivals of India, Pinnacle Technology। আইএসবিএন 978-1-61820-288-8।
4. Chaudhury, Saroj. *"Tripura: a composite culture"* (PDF), Glimpses from the North-East, National Knowledge Commission, ২০০৯, পৃষ্ঠা 55–61, সংগ্রহের তারিখ: ৫ জুলাই ২০১৯।
5. Boland Crewe, Tara. Lea, David. *The Territories and States of India*, Psychology Press, ১৫ নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা 238, আইএসবিএন 978-1-85743-148-3, সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
6. Paul, Manas. *The Eyewitness: Tales from Tripura's Ethnic Conflict,* Lancer Publishers, ১৯ এপ্রিল ২০১০ পৃষ্ঠা 104, আইএসবিএন 978-1-935501-15-2, সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
7. *Folk Dances*, https://tripura.gov.in/folks , সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
8. *Art & Culture of Tripura*, http://tripurainfo.com/AboutTripura/artculture.html , সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
9. *Triditional Dances of Tripura*, ttp://tripurainfo.com/AboutTripura/DancesOfTripura.html, সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
10. সিংহ, রাজকুমার জিতেন্দ্র জিৎ। *রবীন্দ্রনাথের নৃত্য আন্দোলন ও ত্রিপুরার নৃত্যগুরুগণ*, রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ত্রিপুরা সরকার, সম্পাদক: পান্নালাল রায়, প্রথম প্রকাশ: ২৫শে বৈশাখ , ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (৯ই মে ২০২১ ইং), পৃষ্ঠা ৬৪-৭০।
11. 1. A land of rich ethnic tapestry Tripura, Published by Tribal Research & cultural institute, Govt.of Tripura 2010.
12. গোস্বামী, ড: দ্বিজেন্দ্র নারায়ন, আধুনিক ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, বইমেলা ২০০৯ ইংরেজি।
13. চক্রবর্তী, ড: পদ্মিনী, ত্রিপুরা উপজাতি নিত্য ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৯৯২।
14. দাস, নির্মল., ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, বুক ওয়াল্ড, ১১ জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, জানুয়ারি ২০০৮।
15. দাস, ড: নির্মল, ত্রিপুরার উপজাতী লোকসংস্কৃতি, পৌণমী প্রকাশন, হাসপাতাল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
16. দেবরায়, দেবব্রত., ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ২০০৭।
17. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য - শান্তিদেব ঘোষ ।প্রকাশক - আনন্দ পাবিলশার্স প্রাইভেট নিমিটেড, কলকাতা-৯; ১৪০৭ ।

12.
উপসংহার
(The Conclusion)

এই কাঙ্খিত গবেষণা কার্যটি যদি রবীন্দ্র সৃষ্ট বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে কার্যশীল হতে পারে, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার কাছে আর কিছু হবেনা৷ যদি এই পত্রের প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যটি বিশেষজ্ঞ মন্ডলীর দ্বারা গবেষণা যোগ্য বলে নির্বাচিত হয় তাহলে সেটি গবেষণার বিষয়বস্তুর গুন; আর বিষয়টি যদি সুনির্বাচিত না হয়, তাহলে সেটি আমার ভাষাগত ত্রুটি এবং প্রকাশভঙ্গির ফলস্বরূপ বলে ধরে নিতে কোনো বাধা থাকবে না৷